যুগান্তর

তারিখ ..... 30 MAY 2016 ......
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৩ ......

একই কেন্দ্রে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে এইচএসসি পরীক্ষা

সচিব ঘেরাও : বিক্ষোভ

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে চলমান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় (এইচএসসি) রোববার 'ভুল' প্রশ্নপত্রে উচ্চতর গণিত প্রথমপত্রের পরীক্ষা দিতে হয়েছে ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীদের। জানা গেছে, বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্ন একই (শুধু ইংরেজি অনুবাদ) হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে পৃথক দুই সেটে পরীক্ষা নেয়ায় দুই মাধ্যমের প্রশ্নপত্রে অমিল পাওয়া

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ভিন্ন প্রশ্নপত্রে এইচএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়। এতে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে বিক্ষোভ করেছে। কেন্দ্র সচিবকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য খাতাগুলো আলাদাভাবে দেখা হবে।

পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, 'ভুল' সেটের প্রশ্নপত্রের কারণে পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থীদের মাঝে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে হৈচৈ শুরু হয়। বিশৃংখলার কারণে ভালোভাবে অনেকে পরীক্ষাও দিতে পারেনি। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ জানান অভিভাবকরা। কেন্দ্রের একজন পরীক্ষার্থী জানায়, তার পরীক্ষা হয়েছে 'ক' সেটে। প্রশ্ন ছিল বেশ কঠিন। পরে বিকালে পরীক্ষা শেষ করে বাইরে এসে দেখেন বাংলা মাধ্যমের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছে 'খ' সেটে। 'খ' সেটের প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। অথচ পরীক্ষা হওয়ার কথা একই সেটের প্রশ্নে। শুধু বাংলা মাধ্যমের প্রশ্নটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু অন্যান্য কলেজের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি বলে সে পরীক্ষা শেষে খোঁজ নিয়ে জেনেছে। নাদের খান নামে একজন অভিভাবক জানান, এই পরীক্ষা কেন্দ্রে ইংরেজি ভার্সনের ৩০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। 'ক' সেট প্রশ্ন এতই কঠিন হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সবাই গড়ে ৪০ নম্বরের উত্তর করতে পারেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, এসব কারণে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা খুবই উদ্বিগ্ন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিবের কক্ষ ঘেরাও করে রাখেন। শেরেবাংলা নগর থানার ওসি জিজি বিশ্বাস বলেন, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা ঢাকা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার জানান, ঘটনা শুনে তারা কেন্দ্রে কথা বলেছেন। ভুলবশত এখানে ইংরেজি ভার্সনের পরীক্ষার্থীদের বিপরীত সেটে পরীক্ষা নিয়েছেন শিক্ষকরা। তবে এতে পরীক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা হবে না। যাতে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য খাতাগুলো আলাদাভাবে দেখা হবে।